R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।।মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৮ই আষাঢ় বুধবার, ১৪১৭। ২৩শে জুন ২০১০ সাল। | নগদ মূল্য : ২ টাকা বার্ষিক : ১০০ টাকা

মৃগাঙ্ক বিদায় – জঙ্গিপুরে বামফ্রন্টের পুরবোর্ডে চেয়ারম্যান মোজাহারুল

নিজস্ব সংবাদদাতা : দীর্ঘ ২২ বছর একটানা জঙ্গিপুরের পুরপতি থাকার পর দলের প্রয়োজনে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য চেয়ারম্যান পদে এবার নতুন মুখ নিয়ে এলেন মোজাহারুল ইসলামকে। মোজাহারুল গত দুটি নির্বাচনেই ২নম্বর ওয়ার্ড থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হন। গত ২১ জুন পুরসভা হলে এক অনুষ্ঠানে নয়া বোর্ডের পুরপতি মোজাহারুল ইসলাম শপথ পাঠ করেন। বামফ্রন্টের এই বোর্ডের ভাইস চেয়ারমান হন ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের সি.পি.আই. প্রার্থী অশোক সাহা। প্রাক্তন পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টচার্য্য বলেন – 'একটা লোকের দীর্ঘ জীবন একটা পদে থাকা উচিত, না কেউ পারে। তার জন্যই নতুন কর্মীকে এই দায়িত্বে আনা হচ্ছে। পাশে থেকে তাকে কাজ শেখাতে হবে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

সেকেন্দ্রার খেজুরতলা মাঠপাড়ায় সন্ত্রাসের পরিকল্পনা–ছ' বালতি তাজা বোমাসহ কয়েকজন গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : বৃহৎ আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেল সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েত। খবর, রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সেকেন্দ্রা অঞ্চলের খেজুরতলা মাঠপাড়ার কিছু দুষ্কৃতি বোমা পিস্তল নিয়ে সেকেন্দ্রা গ্রামে আক্রমণের পরিকল্পনা করে গত ১৬ জুন দুপুরে। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য গৌতম ঘোষ জানান – গত বুধবার বেলা ১টা নাগাদ একদল দুষ্কৃতি পিস্তল ও বোমা নিয়ে সেকেন্দ্রা গ্রামের অসুস্থ রাজকুমার ঘোষের ওপর হামলা চালায়। পিস্তলের বাঁট দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। সে গুরুতর জখম হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মাঠে পড়ে থাকে। এই খবর সেকেন্দ্রা গ্রামে পৌঁছতেই গোটা অঞ্চল উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সাধারণ নীরিহ মানুষের মনে আবার আতঙ্কের ছায়া নেমে আসে। খবর পেয়েই রঘুনাথগঞ্জ থানার আই.সি. এবং এস.ডি.পি.ও বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌছান এবং দুষ্কৃতিদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করেন। পুলিশ সূত্রে জানা যা, খেজুরতলা মাঠপাড়ার কংগ্রেস নেতা গাজু সেখের কলা বাগান থেকে ছ' বালতি তাজা বোমা উদ্ধার হয় এবং এলাকার কয়েকজন দুষ্কৃতিকে আটক করে পুলিশ। আহত রাজকুমার ঘোষকে জঙ্গিপুর (শেষ পৃষ্ঠায়)

ধুলিয়ানে বামফ্রন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হলেন সুন্দর ঘোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরসভায় গত ২২ জুন এক অনুষ্ঠানে বামফ্রন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানের শপথ পাঠ করলেন ১০ নম্বর ওয়ার্ডের জয়ী প্রার্থী সুন্দর ঘোষ। অন্যদিকে ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেলেন ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ফঃ ব্লকের জয়ী প্রার্থী তুষারকান্তি সেন। চেয়ারম্যানের তালিকায় ৯ নম্বরের জয়ী প্রার্থী সাফাতুল্লাহর নাম এতদিন বিশেষভাবে প্রচারে ছিল। ধুলিয়ান পুরসভায় মোট ১৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে এবার সিপিএমের দখলের আসে ৮টি এবং শরিক দল ফঃ ব্লক পায় ২টি আসন।

ট্রেনে কাটা পড়ে ছাত্রের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের নিস্তা গ্রামের স্বাধীন মণ্ডলের ছেলে করুণা গত ১৬ জুন ট্রেনে কাটা পড়ে মর্মান্তিকভাবে মারা যায়। জানা যায়, ছেলেটি শ্রীকান্তবাটী হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। ঘটনার দিন বাবার কথা মতো লাইনের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটার চালককে জমি চাষের পারিশ্রমিক দেয়। পরে স্কুল যাবার তাগিদে সে নাকি দ্রুত গতিতে লাইন পার হওয়ার জন্য আসছিল। কিন্তু আর হতে পারল না। নবদ্বীপ – ফরাক্কা এক্সপ্রেস করুণাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেল। এই ঘটনায় গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে।

তৃণমূলের গৌতমের হাজতবাস

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফঃ ব্লক থেকে বহিষ্কৃত, বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসে আশ্রিত রঘুনাথগঞ্জ থানাপাড়ার গৌতম রুদ্র গত ১৬ জুন রাতে স্থানীয় থানায় হুজ্জৎ করতে গেলে পুলিশ তাকে হাজতে ঢুকিয়ে দেয়। জানা যায়, গৌতমের এক ভাইপো সঙ্গে ড্রাইভিং লাইসেন্স না নিয়ে মোটর সাইকেল চালানোয় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। পরে গাড়ীর কাগজপত্র দেখালে ছেড়ে দেয়। ঐ সময় এস.ডি.পি.ও. নাকি থানায় উপস্থিত ছিলেন। এর কিছু সময় পর গৌতম রুদ্র বারমুডা পরে থানা অফিসারের ঘরে ঢুকে কেন তার ভাইপোকে গ্রেপ্তার হলো জানতে চান। এই নিয়ে বাক্‌বিতণ্ডা হাতাহাতি পর্যায়ে চলে গেলে দু'তিনজন পুলিশ তাকে জোরপূর্বক হাজতে ঢুকিয়ে দেয়। হাজতের মধ্যে সারা রাত ধরে গৌতমের নাটক চলে। এর মধ্যে স্থানীয় নেতা মহঃ ফুরকান আলির বার বার অনুরোধে (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই আষাঢ় বুধবার, ১৪১৭

।। খুন-ট্রিক্স ।।

পলিটিক্স্ শব্দটির বেশ ভাল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। উক্ত শব্দটির কার্যকারিতা নানাভাবে প্রকটমান – কি দেশে, কি বিদেশে। একটি মাত্র লক্ষ্য – তাহা এই যে, কাম্য ব্যাপারে বাস্তবায়ন। কিন্তু বিদেশের ছাড়িয়া দিয়া এই দেশেরই কথা যদি ধরা যায়, দেখা যাইবে যে, পলিটিক্স্ এর অণুঘটক হিসাবে খুন-জখম আকছার এবং নির্বাধ চলিতেছে।

তাই বলা হয় বা শুনাও যায় যে, অধুনা দেশে খুনের রাজনীতি বেশী মাত্রায় ছড়াইয়া পড়িতেছে। যখনই নির্বাচন আসিয়া পড়ে, তখন খুন-সংঘর্ষ-দাঙ্গা-বোমাবাজি আরম্ভ হয়। কোথাও ছোট খাট সংঘর্ষ, কোথাও সংঘর্ষের মাত্রাধিক্য ঘটে। সম্প্রতি এই জেলায় কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক কর্মী খুন হইয়াছেন। প্রতিবাদে ১২ ঘন্টার বন্ধ, ৩৪ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ। ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমাজবিরোধী এই খুনের সঙ্গে জড়িত বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। যাহাই হউক দেশের সর্বত্রই নানাভাবে খুন করা হইতেছে। সম্প্রদায়ের হউক বা গোষ্ঠী হউক, যে কোন প্রকার খুন জখম-সংঘর্ষ রাজনৈতিক রূপ লইতেছে এমন কি সমাজবিরোধী যাহারা, তাহারাও যে কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষপুটে আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়া কার্যসিদ্ধি করিতেছে। আশ্রয়দাতাদেরও হুকুম তামিল করিতেছে।

ইংরাজীতে 'ট্রিক্স্' শব্দের অর্থ কৌশল। যে কৌশল বা 'ট্রিক্স্' জানে, সে নানা দিক দিয়াই আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে।

দেশে তাই খুন-জখম ঘটনার 'ট্রিক্স্' দ্বারা বিভিন্ন রাজনৈতিক মুনাফা লাভের প্রচেষ্টা পরিদৃশ্যমান। যখন যেমন সুবিধা হইতেছে, মানুষকে হত্যা করা হইতেছে। কোথাও প্রশাসন আগাইয়া যায়, কোথাও নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করে। খুনের এই যে ট্রিক্স্ বা কৌশল, তাহাতে সাধারণ মানুষ আজ জেরবার হইতেছে।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

নিষ্প্রদীপ কেন জঙ্গীপুর স্টেশন রোড ?

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম মহকুমা শহরের রঘুনাথগঞ্জ বাসষ্ট্যাণ্ড থেকে মিয়াপুর রেলগেট পর্যন্ত প্রশস্ত রাস্তাটি সন্ধ্যে নামার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুর্ত বিভাগের (P.W.D) নিয়ন্ত্রনাধীন রাস্তাটির পার্শ্বে বৈদ্যুতিক স্তম্ভ দাঁড়িয়ে থাকলেও সেইগুলোতে কোন আলোর ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশ দূরপাল্লার ট্রেন জঙ্গীপুর ষ্টেশন দিয়ে রাত আটটার পর থেকে প্রায় সারারাত চলাচল করে। ট্রেন ধরার জন্য এবং ৩৪ নং জাতীয় সড়কে উমরপুরে বাস ধরার জন্য অনেকেই তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে যাতায়াত করে থাকেন। রাত্রে রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা না থাকায় যাত্রীরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন। অতীতে এই রাস্তায় বার কয়েক ছিনতাই এর ঘটনাও ঘটেছে। রাজ্য সরকারের পূর্ত বিভাগের রাস্তার আলো দেয়ার ব্যাপারে কি কোন দায়বদ্ধতা নেই ? – কাশীনাথ ভকত, রঘুনাথগঞ্জ

কথা বলা

অরুণকুমার সেনগুপ্ত

বেশীরভাগ 'কথা বলা'র মাধ্যমে আমরা মনের ভাব অন্যকে জানাই বা অন্যের সঙ্গে আদান-প্রদান করি। মহাকবি সেক্সপীয়ার বলেছেন– 'words are but pictures of our throughts' সামাজিক মানুষের পক্ষে কথা বলা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সুখ-দুঃখ, প্রেম-প্রীতি, আনন্দ-ঈর্ষা-ক্রোধ, আবেগ ইত্যাদি আমরা কথা বলার মাধ্যমে অধিকাংশ সময় প্রকাশ করে থাকি। কথা বলা ধরন-ধারণ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে, একই উদ্দেশ্যে ও বক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যক্ত হয়। ফলে যাকে বলা হোল তিনি তার অর্থ একইভাবে গ্রহণ নাও করতে পারেন।

কথা বলার ব্যাপারটা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন রূপ পায়। কেউ বেশী কথা বলেন, কেউ তার থেকে কিছুটা কম, কেউ বা অত্যন্ত স্বল্পভাষী, কেউ আবার (সংখ্যা খুব কম) মৌনী হয়ে থাকেন। সাধারণতঃ সাধু-সন্তরা মৌনব্রত নিয়ে থাকেন সাধনের অঙ্গ হিসাবে। যেমন ছিলেন কাশীর চলমান শিব মহাসাধক শ্রীশ্রীত্রৈলঙ্গস্বামী ; শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু সুন্দরও দীর্ঘদিন মৌনব্রত পালন করেছিলেন। এটাও সত্য অনেক সময় কথা না বলেও অনেক কিছু বলা যায়। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কথা বলার থেকে না বলাই সুখকর এবং সুফলদায়ী হতে পারে। কিছু কিছু লোক আছেন যাঁরা সুযোগ পেলেই অর্থাৎ অনুগত শ্রোতা পেলেই অনর্গল কথা বলে চলেন, অন্যের ভাললাগা-মন্দলাগাকে তোয়াক্কা না করে। সাধারণভাবে এঁরা বাচাল বা ফতে পদবাচ্য। এঁদের কথা অনেক ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যহীন বা অসংলগ্ন হয়ে থাকে। ইংরেজীতে একটি কথা আছে –'They never taste who always drink. They always talk who never think.' হামেশা এঁদের কথায় চিন্তা-ভাবনার অভাব দেখা যায় যা এঁদেরকে অন্যের চোখে খেলো করে দেয়।

কথা বলা যে একটা আর্ট, এটা আমরা অনেক সময় ভেবে দেখি না। কথা বলতে হয় বলি, এতে আবার কায়দা কিসের – এ রকম একটা ভাব প্রাধান্য পায়। একই কথা একজনের বলার ভঙ্গিতে যত সুন্দর শোনায়, অন্যের বলাতে তা হয় না। কেউ খোলা মন নিয়ে কথা বলেন। কেউ বলেন মনের দরজা বন্ধ রেখে। কারো কথা ভাবায়, কারো কথা হাসায়, কারো কথা মনকে বিষায়। কারো সঙ্গে বাক্যালাপ করে আনন্দ পাওয়া যায়। তাঁর সান্নিধ্য সুখকর হয় আবার কারো সঙ্গে কথা বলতে গেলে একটা দ্বিধা ও অস্বস্তি যেন গলা চেপে ধরতে চায়। এঁদের কাছ থেকে যত তাড়াতাড়ি কেটে পড়া যায় ততই যেন মঙ্গল।

কেননা এরা কোন কথা সোজাসুজি বলতে অনভ্যস্ত এবং কটূভাষী। (৩য় পাতায়)

এক তারার কান্না

আশালতা দেবী

[দাদাঠাকুরের বড় পুত্র বধূ আশালতা দেবীর এখনও নিয়মিত পুজোপাঠ এবং সাহিত্য চর্চা নিয়ে দিনযাপন। বয়স নব্বই পর কোঠায়, তবুও চর্চায় ও চর্যায় আত্মলীন।]

মনরে আমার খুলে দে তোর দ্বার।
এমন করে বন্ধ ঘরে রাখিসনে তুই আর
খুলে দে তোর দ্বার।
তোর মনের মাঝের যতো কালি
দুয়ার খুলে বাইরে ঢালি
সরিয়ে দেনা বুকের মাঝের
দুখের পাষাণ ভার।
যারা হারিয়ে গেছে তাদের খুঁজে
পাবিনে তুই আর।
শুধু চোখের জল হলোরে তোর সার।
সারাজীবন এমন করে কাঁদবি কতো আর ?
ও মনরে আমার খুলে দে তোর দ্বার।
তোর মনের ঘরে জ্বালিস জ্ঞানের আলো
সেথায় ঢুকবে না আর কালো।
সকল সময় পরিস গলায়
ভালোবাসা, ক্ষমা, দয়ার মালা
দেখবি রে তোর জুড়িয়ে যাবে, ওরে
সকল্ দুখের জ্বালা।
সকাল সাঁঝে হিয়ার মাঝে
নিত্য দিনের সকল কাজে
রাখবি ধরে হরির চরণ
তিনি সকল সার।
সেই পতিত পাবন করবেরে তোর
ভব সাগর পার।
তাঁর চরণেই সঁপে দে না, তোর
পাপ পুণ্যের ভার।
তিনি যে দয়াল ঠাকুর, নেবে রে তোর
পারের কড়ির ভার।
মনরে আমার, এমন করে
কাঁদিস নে আর।
খুলে দে তোর দ্বার

কর্মযোগ

শীলভদ্র সান্যাল

ভজন পূজন কাঁদন আনাগোনা
সমস্ত থাক পড়ে।
রুদ্ধ দ্বারে হেড অফিসের কোণে
কেন থাকিস ওরে ?
সসঙ্কোচে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই খুঁজিস সঙ্গোপনে ?
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
আমলা নাই ঘরে।
তিনি গেছেন অফিসিয়াল টুরে
এবং বারোমাস
চতুর্গুণে হাসিল করেন টি.এ.
মোটার কম ক্যাশ
সুযোগ মত থাকেন সবার সাথে
লাল পানীয় পায় যে শোভা হাতে
তাঁকে ছেড়ে আয় তবে তুই হেথা
বড় বাবুর ঘরে।
মুক্তি ? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি ?
মুক্তি কোথায় আছে ?
আপনি সবাই ফাইল-বন্দী হ'য়ে
বাঁধা 'বস্'-এর কাছে।

মাতৃকোল আসন

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এবার সার আশুতোষের অভাব বাংলার মাতৃকোলাসনের শিশুরা বেশ বুঝেছে। আশুতোষ কেবল আশুতোষ ছিলেন না তিনি শিশুতোষও ছিলেন। তাঁহার ভয়ে পরীক্ষকগণ শিশুযোগ্য প্রশ্নই করিতেন। আজ তিনি পরলোকে। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওস্তাদজীরা আর কাহারও তোয়াক্কা রাখেন না। বাংলায় যেমন নানা প্রকার শিশুব্যাধি আসিয়া শিশুমড়ক সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদকূটে কূট প্রশ্নকারীরা প্রশ্নের সঙ্গে কালকূট মিশাইয়া শিশু হত্যার সহায়তা করিতেছেন। এবারে মাতৃকোলাসনের শিশুদের জন্য যে ইংরাজী রচনার প্রশ্ন করা হইয়াছে তাহা বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। ছেলে তো ছেলে, ছেলের বাপ-খুড়োরাও প্রশ্ন দেখে ফ্যা মেরে গেছে। প্রশ্নকর্তা নিজের বিদ্যার শেষ ডিগ্রী উত্তাপ এই প্রশ্নপত্রে প্রদান করেছেন। প্রশ্ন দেখে মনে হয় যেন বাছারা অভিমন্যুর মত সপ্তরথী বেষ্টিত হইয়া অনেকেই প্রাণের আশঙ্কা করিতেছে। প্রশ্নব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হইতে পারিবে এ আশা অনেকেরই নাই। ছোট ছোট ছেলেরা যখন প্রশ্নপত্রগুলি লইয়া পরীক্ষাগৃহ হইতে মুখখানি 'কাচুমাচু' ক'রে বাহিরে এসে বললে 'সার্ কোশ্চেন ভারী কঠিন' তখন তাদের কচি মুখ ও কঠিন প্রশ্ন দেখে আমাদের সেই 'বিজয় বসন্তের' গানটী মনে হলো –

'এমন ছেলে কেমন করে
মা হ'য়ে বিদায় দিয়েছে ?
ধন্যরে তোর মা জননী
মরেছে কি বেঁচে আছে ?'

প্রশ্ন কর্তা বালকগণের পরীক্ষা করিতেছেন, প্রশ্ন প্রস্তুত করার সময় এ কথা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন। কর্কশ প্রশ্নে পরীক্ষকের হৃদয়ের কর্কশতাও অনুভূত হয়। পরীক্ষক পরীক্ষা করিতে গিয়া হৃদয়ের পরীক্ষাও দিয়া ফেলেন। এত লেখালেখি চেঁচামেচিতে হয়ত বিশ্বকর্তারা বলিবেন একটু হাত দরাজ ক'রে নম্বর দিও হে। এই হাত দরাজটা আবার কাগজ পরীক্ষকের দানশক্তির উপর নির্ভর করে। দেখা যাক এই শিশুনিসূদন প্রশ্নের ফলাফল কি হয়। [প্রকাশকাল : ১৩৬১]

কথা বলা

(২য় পাতার পর)

সব সময় প্যাঁচালো ভাব নিয়ে এরা কথা বলেন, যিনি কথা বলছেন তিনি কোন মতলব নিয়ে কথা বলছেন এটা ধরে নিয়ে। যেমন ধরুন পথে একজনের সঙ্গে তাঁর পূর্বপরিচিত কারো দেখা হলো। তিনি তাঁকে বললেন, 'কী, কেমন আছেন, সব ভাল তো ?' উদ্দিষ্ট ব্যক্তি ভাল কি মন্দ সে সবের দিকে না গিয়ে বললেন, 'কেন আমাকে দেখে কী মনে হচ্ছে ? খারাপ থাকতে যাব কেন ?' ইত্যাদি। আবার সমগোত্রীয় কোন ব্যক্তিকে কেউ জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আমাদের বাড়ুতি ডি.এ.টা এমাসে দিয়েছে কি ?' উনি গম্ভীরভাবে বললেন, "ও সব টাকা-পয়সা নিয়ে মাথা ঘামাই না। যখন দেবে-দেবে' ইত্যাদি। বোঝ ঠ্যালা ! এতে প্রকাশ পায় এঁদের আত্মম্ভরিতা। অন্যের সরলতাকে এঁরা চালাক-চুতর না হওয়ার পরিচায়ক ধরে নিয়ে আত্মপ্রসাদ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন। কিন্তু এঁরা জানেন না Annon এর কথায়, 'There is no wisdom like frankness 'অর্থাৎ সরলতার চেয়ে প্রজ্ঞা আর নেই। কথার শক্তি অসীম। কথা যেমন সুখ উৎপাদন করতে পারে, উৎসাহিত করতে পারে, তেমনি আঘাত দিতে পারে, নিরুৎসাহিত করতে পারে। বিশেষ করে কথা শরীরে আঘাত দিতে না পারলেও মনে বা হৃদয়ে আঘাত দিতে এর জুরি মেলা ভার। ব্রাননের ভাষায় – 'Hard words break no bones but they break hearts'. আবার সিডনির কথায় – 'No sword bites so fiercely as an evil tongue'. তবে কটুকথা সর্বৈব পরিত্যজ্য - এটা বোধ হয় বলা যায় না কেননা শোধরানোর জন্য উপায়ন্তর না হয়ে এই দাওয়াইটির প্রয়োগ কাজে আসে বৈকি ! একটা হারালো অস্ত্র মনের উপর দাগ কাটতে পারে না, মনকে বশও করতে পারে না, কিন্তু কথার সেই শক্তি আছে। ধরুন শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। তাঁর কথামৃত তাঁর থেকে বাদ দিলে কেবল মাত্র সাধন-ও ভজন দিয়ে তাঁকে খুঁজে পেতাম না। স্বামী বিবেকানন্দের ক্ষেত্রেও এ কথা অনেকখানি প্রযোজ্য।

অনেকে কথাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখেন, প্রায় প্রত্যেকটি কথাকে তাঁরা যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে চান, ফালতু কথা না বলার চেষ্টা করেন। কাউকে কোন কথা দিলে তা রাখারও আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু বিপরীত স্বভাবের মানুষের সংখ্যা কম নয়, বরং যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য বলা যায়। ধাপ্পাবাজরা চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। আমার মনে হয় ধাপ্পাবাজদের খপ্পরে পড়ে ঠকেননি বা ক্ষতিগ্রস্ত হননি এমন লোকের সংখ্যা কম। প্রেমের ক্ষেত্রে এর পরিণতি হয় অত্যন্ত করুণ। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে অনেক ছেলে মেয়েদের সর্বনাশ করে ছাড়ে। ছেলেরাও মেয়েদের কথার জালে জড়িয়ে পড়ে দুর্দশাগ্রস্ত হয় না তা নয়। তাই বলে পরস্পরকে জানাজানির ক্ষেত্রে কথার ভূমিকা অনস্বীকার্য। আলাপচারিতার মধ্যে দিয়ে বন্ধুত্ব হয়। আবার কথার আঘাতে বা কথা ভুল বোঝাবুঝিতে বন্ধু বিচ্ছেদ হয়। মনের জ্বালা-যন্ত্রণা, একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যা প্রভৃতি একজন প্রকৃত বন্ধুকে বলা যায় অকপটে। বন্ধুর সান্ত্বনাবাক্য হৃদয়ের আঘাতকে যতটা প্রশমিত করতে পারে, বোধ হয় আর কিছু তা পারে না। এ কথা ঠিক যে কেবল কথা বললেই হবে না, কথা অনুযায়ী কাজ চায়, তা না হলে কথা গুরুত্ব হারায়, ফালতু হয়ে যায়। সেইজন্য ইংরেজি কবি সেক্সপীয়ার বলেছিলেন – 'It is a kind deed to say well yet words are not deeds.' এ ছাড়া, 'মিষ্টি বা শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজে না' এ আপ্তবাক্যটি আমাদের অনেকেরই জানা।' যাই হোক 'কথা বলা' নিয়ে অনেক কিছু বলা হ'লো, তবু অনেক কিছু বাকি রয়ে গেল। এটাও ঠিক, কেননা স্বল্পায়বের নিবন্ধে সে সবকে স্থান দেওয়ার সুযোগ নেই। পাঠককুল ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন যদি কথা বলার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য সতর্কবাণী হিসাবে Quarles এর উক্তিটি নিবেদন করি। সেটি হোল 'A fool's heart is in his tongue, but a wise man's tongue is in his heart.' নটে গাছটি মুড়াল আমার কথাটি ফুরাল।'

Govt. of West Bengal
Office of the Child Development Project Officer
Farakka ICDS Project, Murshidabad.

Memo No.171/ICDS/FKK **Date-16/6/10**

TENDER NOTICE

Sealed Tenders are hereby invited for storing & Carrying of food stuff and other articles and Purchase of Aluminium Saucepan for 353 nos. of AWCs under 9 nos G.Ps of Farakka Block.

Tender forms alongwith the terms & conditions will be had from Office of the Child Development Project Officer, Farakka ICDS Project Office on any working day w.e.f. 28/6/10 to 02/7/10 from 12 noon to 3 P.M on payment of Rs 50/- per form. Separate form will have to be purchased for Separate nature of work. The tender will be received at S.D.O. Office on 26th July'10 from 10 A.M. to 12-30 P.M. & the same will be opened at 1 P.M. on the same date.

Child Development Project Officer
Farakka ICDS Project, Murshidabad.

জঙ্গিপুরের প্রাক্তন কমিশনারের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার তদানীন্তন ৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কমিশনার নারায়ণচন্দ্র দাস (কালু স্বর্ণকার) গত ২০ জুন তাঁর জঙ্গিপুর বাসভবনে ৮৮ বছরে পরলোকগমন করেন। তিনি দশ বছর কমিশনার ছিলেন। ১৯৮৫ সালে ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী নারায়ণচন্দ্র দাসের বিরুদ্ধে দাঁড়ান সিপিএম রাজনীতিতে নতুন মুখ মৃগাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য্য। নারায়ণবাবু মৃগাঙ্কর কাছে পরাজিত হন। প্রাক্তন কমিশনারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ২১ জুন পুরসভায় নতুন বোর্ডের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ হবার পর দপ্তরের সমস্ত কাজ বন্ধ রাখা হয়।

কবিগুরুর ১৫০ পূর্তি উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার অন্তর্গত ছোটকালিয়া অরবিন্দ পাঠাগারের উদ্যোগে গত ১৩ জুন কবিগুরুর ১৫০ পূর্তি উৎসব হয়ে গেল। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সঙ্গীত ও নৃত্য এলাকার মানুষকে আনন্দ দেয়।

পুরবোর্ডে চেয়ারম্যান মোজাহারুল (১ম পাতার পর)

সে সব দায়িত্ব নিয়েই মোজাকে এই আসনে বসিয়েছে। আমিও তো একদিন নতুন ছিলাম। কিছুই বুঝতাম না। মৃগাঙ্কবাবু বলেন – পার্টির বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। তাই অনেক পদেই এখন নতুন মুখ আসবে। মৃগাঙ্ক ভট্টচার্য্যকে প্রশ্ন করা হয় – 'আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে সংখ্যালঘুদের খুশি করতেই কি এই পদক্ষেপ ?' উত্তর – 'ওসব নিয়ে এখনও চিন্তা ভাবনার সময় আসেনি। তবে মোজাহারুল মণ্ডলপাড়া এলাকার একজন পার্টি কর্মী, ভালো ছেলে। তার জন্যই প্রচুর ভোটে জিতেছে।' মোজাহারুল ইসলাম সম্বন্ধে জানা যায় – তিনি একজন কাপড় ব্যবসায়ী। ঐ এলাকার নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। গরীব দুঃস্থদের সাহারা।

সেকেন্দ্রার খেজুরতলা মাঠপাড়ায় সন্ত্রাসের (১ম পাতার পর)

হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে এবং থানায় লিখিত অভিযোগও করা হয়েছে। সি.পি.আই.এম পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য এই ঘটনার নিন্দা করে বলেন, সেকেন্দ্রা অঞ্চল জুড়ে পুনরায় সন্ত্রাস চালানোর ছক কষা হয়েছিল, মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে তা পর্যুদস্ত হয়েছে।

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা

❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –
শ্রীমতী দেবযানী
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী, শ্রীরাজেন মিশ্র

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

আমাদের প্রচুর ষ্টক –
তাই জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণের
বিয়ের কার্ড পছন্দ করে
নিতে সরাসরি চলে আসুন।

নিউ কার্ডস ফেয়ার

(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

প্রশাসকের নীরবতায় ধুলিয়ান সীমান্তে ব্যাপক পাচার চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান শহর গঙ্গা তীরবর্ত্তী এবং গঙ্গার পারেই বাংলা দেশের বর্ডার। এমনিতেই ধুলিয়ান শহর থেকে বরাবরই চাল, গম, চিনি, কেরোসিন এবং গরু পাচার হয়ে আসছে। বর্ত্তমানে আরও জোর কদমে বেড়ে চলেছে। গোটা ধুলিয়ান জুড়ে চলছে তীব্র অরাজকতা। খোলা বাজারেই রমরমিয়ে বিক্রি হচ্ছে মদ, গাঁজা, হেরোইন ইত্যাদি বিভিন্ন মাদকদ্রব্য। এ ব্যাপারে ধুলিয়ান পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের হেদাতুল্লা মোল্লা বলেন, অবিলম্বে এ সব বন্ধ করতে না পারলে এলাকা বিপন্ন হবে। সমাজের একজন শান্তিপ্রিয় নাগরিক হিসাবে আর কতদিন মুখ চোখ বন্ধ করে এইসব অরাজকতা সহ্য করব। প্রশাসন ও শাসক দলের নেতারাই এই সমস্ত কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমসেরগঞ্জ পুলিশের এক কর্ত্তা বলেন, এ সবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না অভিযোগ ঠিক নয়। মাঝে মধ্যেই অভিযান চালানো হয়। ধরাও পড়ে মানুষ। কিন্তু তারা আইনের ফাঁক ফোকর দিয়ে আবার বেরিয়ে আসে। আবার কখনও কখনও ওই সব অপরাধীদের হয়ে নেতৃস্থানীয় অনেকে সুপারিশ করেন। আমাদের কাজে বাধা দেন।

তৃণমূলের গৌতমের হাজতবাস (১ম পাতার পর)

এক মন্ত্রী সরাসরি রঘুনাথগঞ্জ থানার আই.সি-কে ফোনে ধমকান। এর ফলে পুলিশের সঙ্গে থানার মধ্যে দুর্ব্যবহার, সরকারী কাজে বাধা দেয়া ইত্যাদি জামিন অযোগ্য অপরাধের যে সব পেপার তৈরী হয় তা বাতিল করে ৪২ ধারায় গৌতম রুদ্রকে কোর্টে চালান দেয়া হয়। বিচারক পুলিশকে ভর্ৎসনা করে বেকসুর খালাস দেন গৌতমকে।

NATIONAL AWARD WINNER 2008

Coolfi ICE CREAM
AN ISO 9001-2000

ডিলারশিপ ও পার্টি অর্ডারের জন্য যোগাযোগ করুন –
গোবিন্দ গাস্তিরা
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন-০৩৪৮৩-২৬২২২৫ / মো.-৯৭৩২৫৩২৯২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।